MAR. 5 2001

ভোরের কাগজ

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ৩ ... কলাম ৬ ...

শিক্ষক স্বল্পতার কারণে পটুয়াখালীর দুই সরকারি বিদ্যালয়ে লেখাপড়া বিঘ্নিত

কাজল বরন দাস, পটুয়াখালী থেকে : শিক্ষকস্বল্পতার কারণে পটুয়াখালীর দুটি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান ব্যাহত হচ্ছে, হ্রাস পাচ্ছে শিক্ষার মান। এ জন্য ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন তাদের অভিভাবকরা।

দুটি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ই পৌর এলাকায় অবস্থিত। একটি পটুয়াখালী সরকারি জুবলি উচ্চবিদ্যালয়, অপরটি পটুয়াখালী সরকারি বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়।

জুবলি স্কুলের ছাত্র সংখ্যা প্রভাতী শাখায় ৭৫০ দিবা শাখায় ৫৪৩ এ স্কুলে শিক্ষকের ৫৩টি পদ থাকলেও আছেন ২৯ জন। ২৪টি শূন্যপদের মধ্যে হিন্দু শিক্ষকের পদ ১০ বছর, কমার্সের একজন শিক্ষকের পদ সাত বছর এবং ইংরেজির শিক্ষকের পদ দুবছর ধরে শূন্য রয়েছে। স্কুলের প্রধান শিক্ষক সিরাজুল ইসলাম জানান, শিক্ষকস্বল্পতার কারণে শিক্ষা দানে ব্যাপক সমস্যা হচ্ছে। স্থানীয় এমপি ও মন্ত্রীর ডিও লেটার নিয়ে সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে একাধিকবার চাহিদাপত্র পাঠিয়েও কাজ হয়নি। এছাড়া চার কেরানির তিনজন, দুই নিম্নমান সহকারীর একজন, চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীর দুজন এবং দুজন উচ্চমান সহকারীর মধ্যে একজনও নেই। এতে করে প্রশাসনিক কাজেও বিঘ্ন ঘটেছে।

পটুয়াখালী সরকারি বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রী সংখ্যা মর্নিং শিফটে ৬০০ এবং দিবা শিফটে ২০০ জন। শিক্ষকের পদ ৫৩ জন। এর মধ্যে প্রথম শিফটে ১১ ও দ্বিতীয় শিফটে ১০ জন শিক্ষক রয়েছেন। দুই সহকারী প্রধান শিক্ষকের মধ্যে একজন আছেন। ধর্ম শিক্ষক (হিন্দু) দুজনের একজনও নেই। ইসলাম ধর্ম (ক্লাসিক) শিক্ষক চারজনের মধ্যে রয়েছে একজন। এছাড়া চারজন কেরানির মধ্যে একজন, নিম্নমান সহকারী ১২ জনের মধ্যে রয়েছেন আটজন।

বিদ্যালয়ের শিক্ষক পবিত্র জানান, প্রতিমাসে এমপির ডিও লেটার নিয়ে শিক্ষক চাহিদাপত্র পাঠানো হলেও সংশ্লিষ্ট কর্তাব্যক্তিরা কোনো কর্ণপাতন করেন না। এ কারণে শিক্ষার মান নিম্নগামী বলে তিনি স্বীকার করেন।